হাঁদা ভোঁদার কাণ্ডকারখানা

হাঁদা-ভোঁদার

কলা কৌশল

ভোঁদা, তোকে আজ ছুরি খেলার কলা কৌশল দেখাবো !

দ্যাখ, এই পাঁউরুটিটা তোর এই গোল টেবিলে রাখলুম। এবারে দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে এই রুটিটা দুটুকরো করে ফেলবো !

ছুরির কায়দা দেখলি তো? কেমন রুটিটা দু'টুকরো হয়ে গেল
আরে - আরে! ওঃ! আমার টেবিল শুদ্ধু দু'ফাঁক হয়ে গেল!

সরে যা ভোঁদা! আমি এখন প্র্যাক্‌টিস করবো!
গিং!

ওপস্!
দাঁড়া, তোর ওস্তাদি বার করছি!

হাঁদা! তোর প্র্যাক্টিসের জন্যে একটা টার্গেট তৈরি করেছি। এটাতে লাগা দেখি?
হেঃ-হেঃ-হেঃ! চোখ বুজে পর পর লাগিয়ে দেবো!
ওঃ! প্রত্যেকটাই ঠিক টার্গেটে গিয়ে লাগছে!

হাঃ-হাঃ-হাঃ ! হাঁদারে, তোকে বলতে ভুলে গেছি যে ওটা রবারে তৈরি !

হিঃ-হিঃ-হিঃ ! শেষে তুই নিজেই টার্গেট হয়ে গেলি হাঁদা !

হাঁদা ভোঁদার
বোর্ডিং হাউস

এ্যাই! এরপর আমার তিনটে পুডিং চাই!
আপনার দুমাসের বাকি পাওনা টাকা না মেটালে ওসব পুডিং ফুডিং দেওয়া হবে না!

তাই বুঝি! টাকা না দিলে পুডিং দেওয়া হবে না!
আচ্ছা!

যাক, পাওনা মেটাবে বলে বোধ হয় ঘরে গেল টাকা আনতে!
টাকা আনতে তো গেছে অনেকক্ষণ! করছে কি এতক্ষণ!

রান্নাঘরে ঢুকে পুডিং সাবড়ানো হচ্ছে! পুডিংএর ভাঁড়ার ফাঁক!

তোমাকে তুলে হোটেল বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো!

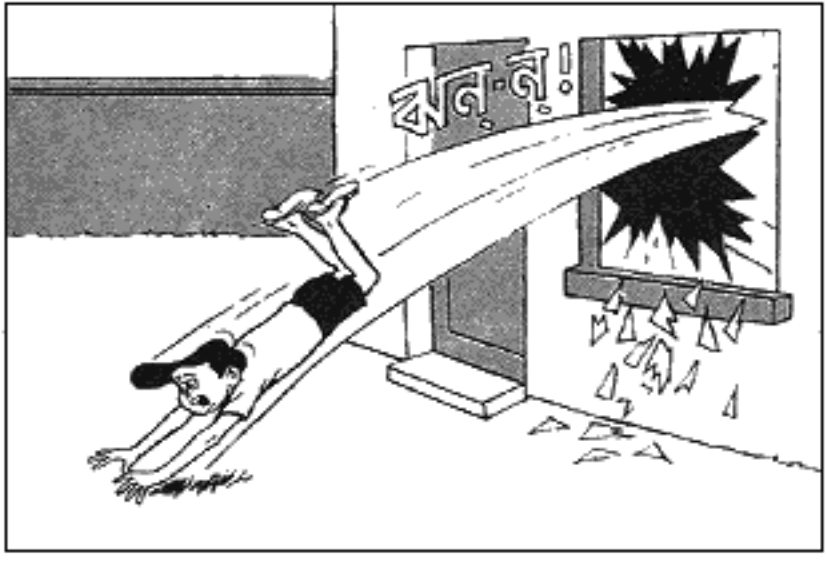
ঝন্-ন্!

দেখাচ্ছি মজা! তোঁদাকে ফোন করে আনাই! ও কিছুদিন খাঁড়া সিংয়ের কাছে কুস্তি টুস্তি শিখেছে! ওই ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে!

কাইরে হাঁদা! সে ব্যাটা কোথায়? বাছাধনকে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিচ্ছি!
ওর ঘরে শুয়ে আছে!
চাঁই!
ধম!
এ্যাই মরেচে!

নে হাঁদা, হতভাগাটাকে আউট করে তোকে বিপদমুক্ত করেছি! এবারে আমাকে বেশ করে কোপ্তা কালিয়া খাইয়ে দে!

ওরে বাবা! এবার যে সর্বস্ব গেল! এর চেয়ে না হয় দুমাসের টাকাটাই যেতো, ওঃ-ওঃ-!

হাঁদা-ভোঁদার
ছল চাতুরী

সন্ধ্যেবেলা মাকে পায়েস তৈরি করতে দেখেছি। আজ বোধহয় দেবেনা, কিন্তু একটু না চাখলে পায়েসের চিন্তায় রাতে ঘুমই আসবে না!

এখান থেকে দুহাতা নিয়ে চাখলে মা মোটেই ধরতে পারবে না!

পরদিন সকালে
যা ভেবেছি! মুখের চারদিকে পায়েস লেগে আছে!
কি হয়েছে মা? কি ব্যাপার?
ব্যাপার আমার মাথা! কাল যে পায়েস রেখেছিলাম তার সব ফাঁক!
এই দ্যাখ হতচ্ছাড়া! ছিটে ফোঁটাও আর নেই ওতে!
তাইতো! কিন্তু আমি সবটা খাইনি, সত্যি বলছি আমি মাত্র দুহাতা চেখেছি!

দু'হাতা চেখেছি, হতচ্ছাড়া! তোর জন্যে কেউ একটু পায়েস পেলনা!
যা বলেছো মা! অমন বোলা কেন, যে চুরি করে খেতে হবে?

সত্যিই বলছি আমি সব পায়েস খাইনি! মাত্র দু'হাতাই খেয়েছি! এ নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়েছে, আর নাহয় — কোন দোপেয়ে ইঁদুরে খেয়েছে!

ভাই কুঁচকে ! আমাকে একটা উঁদরেল কুকুর জোগাড় করে দিতে পারিস !
কি ব্যাপার রে ভোঁদা ? উঁদরেল কুকুর দিয়ে কি করবি ?
একটা ইঁদুর ধরার জন্যে ! ইঁদুরটা কাল সব পায়েস খেয়ে ফেলেছে ! তাই আজও পায়েস হয়েছে, মনে হয় আজও খাবে ! বোধ হচ্ছে ওটা
উঁদরেল ধেড়ে ইঁদুর !
চ তোকে বোঁচাদার কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোকে সাহায্য করতে পারবেন !
সার্কাস
এই দিকে

সেদিন রাত্রে
কুঁচকে! ওটাকে এখানে আনতে বল!
বোঁচাদা! এদিকে নিয়ে আসুন!

যে কোন মুহূর্তে ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়তে পারে!

শিগগির চলো মা! পায়েস খাওয়া ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়েছে!
হালুম্!
গরররর!
গাঁক্!
বা-বাঁচাও!
একি! হাঁদা!
গরররর!
হ্যাঁ, ধেড়ে ধোপেয়ে ইঁদুর! তাই আমিও এ ইঁদুর ধরবার উপযুক্ত ধেড়ে বেড়াল নিয়ে এসেছি!
আঁ-আঁ!

হাঁদা ভোঁদা
ঠোকা ঠুকি
হাঁদা চিঠি দিয়েছে, আজই ও ফিরছে। তোকে স্টেশনে যেতে বলেছে ভোঁদা!
ঠিক আছে পিসেমশাই!
সাবধানে যাবি তারপর দুজনে সাবধানে ফিরবি বুঝলি?

হ্যাল্লো হাঁদা! উঃ, কতদিন পরে ফিরলি বলতো?
সত্যি ভাই ভোঁদা!
আমার সুটকেসটা তুই একটু নেবারে ভাই ভোঁদা।
এ আর বেশী বোঝা কি! নিচ্চি!
কী রে সামান্য ব্যাগটা তুলতে পারছিস না!

অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল কিনা তাই তোর সঙ্গে একটু ইয়ে করলুম— হাঃ হাঃ হাঃ !
ওফ্ !

কিছু পরে
বাস থামিবে
নকল হাতটা লোকটার পকেটে দিয়ে আবার একটু মজা করি !

এ্যাই! পকেট মারার মতলব নাকি? শিগগির পকেট থেকে হাত বের কর!
দ্যাখ, পকেটে হাত সেঁধুনোর মজা!
আঁফ!
ঠিক টাইমলি বসে পড়েছি!
ঠ ভোঁদা হেঁটে মেরে দিই। বাস আসতে অনেক দেরী!
দেখাচ্ছি মজা!

আ-আ, টুঁটকো! এই দ্যাখ কি সুন্দর খাবার! এই নে। হাঁদার কাছে আরও আছে, যা!
শিগগির পালা হাঁদা! কুকুরটা পাগলা!
ঘেউ!
বাবারে!
শিগগির এই ঘরটায় ঢুকে পড় হাঁদা!

হোঃ হোঃ হোঃ!
আঁই! ইয়ো! আঁউ!
সেদিন বিকেলে
নেহাৎ আমার দুহাতই জোড়া নাহলে তোকে আমি------
উত্তেজিতে হোসনে হাঁদা! ডাক্তারবাবুর নিষেধ! হিঃ-হিঃ-হিঃ
NO. 15

হাঁদা-ভোঁদার

ডুয়েল ফাইট

এই সাংঘাতিক জিনিস দিয়ে আর খেলা নয়! যাও, তোমাদের জয়েনারী সেট নিয়ে খেলা করোগে!
অফ্!

জয়েনারী সেট থেকে কি খাসা কাঠের তরোয়াল তৈরী করেছি! আয়, অসিযুদ্ধ করি!
ঠিক আছে! সামাল!

মরেচে! পিলেমশাইয়ের ফুলগাছ খতম!
এই মাত্র তুই করলি!

ব্যস, এ জিনিস দিয়ে আর কোন খেলা নয়!

এইনে,এবার বাগান সাফ কর। এতেই তোদের অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে!
কিন্তু
রেডি! চার্জ!

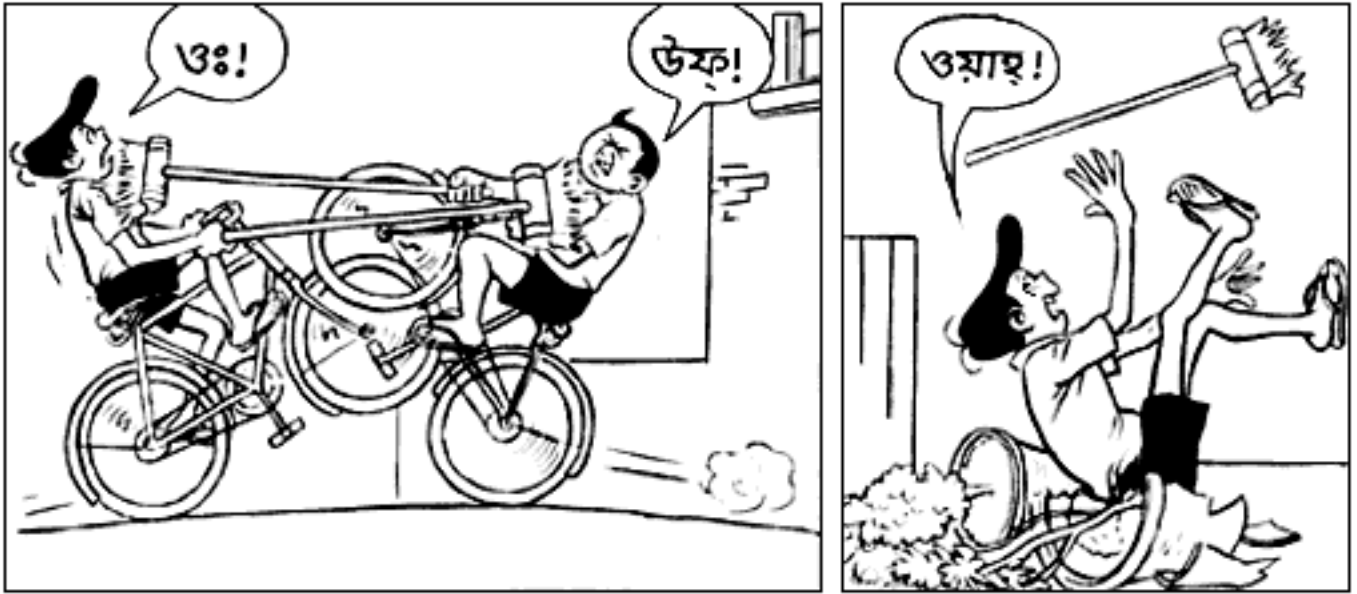
ওঃ!
উফ্!
ওয়াহ্!

তোর মাথা থেকেই এই সব লড়াইয়ের মতলব গজাচ্ছে। ঠিক আছে, তোর লড়াইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

থামিস না হাঁদা! যে কোন মুহূর্তে পিসেমশাই এসে পড়তে পারেন। আমার ওপর কড়া নির্দেশ, কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে তুই বিশ্রামহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিস কিনা তার তদারক করতে। তদারকীতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ঘটলে এই লাঠিটা আমার পিঠে ক'ঘায়ে ভাঙা যায় তাপরখ করা হবে! কাজেই বুঝতেই পারছিস—

ইঁদা-ভোঁদার
ছদ্মবেশ

এই দ্যাখ! এটা ছদ্মবেশ ধরবার জিনিস পত্রের বাক্স। আমার এক কাকা বিলেত থেকে এটা এনে দিয়েছে। এখানে কোথাও এসব পাবি না।
গুল ঝাড়চিস তো?

গুল ঝাড়চি! যদি আমি ছদ্মবেশ ধরি, তবে বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনতে পারবি না।
বেশ, তাহলে সেই কথাই ভালো।

ঐ হাঁদা আসছে। ও ভেবেছে ওর ঐ ছদ্মবেশে ও আমাদের বোকা বানাবে, বুদ্ধু কোথাকার!
ওকে পাকড়াতে হবে।

তোকে ধরে ফেলছি হাঁদা!
এ্যাই!

এই ছাখ! আমি ঠিক হাঁদাকে ধরেছি।

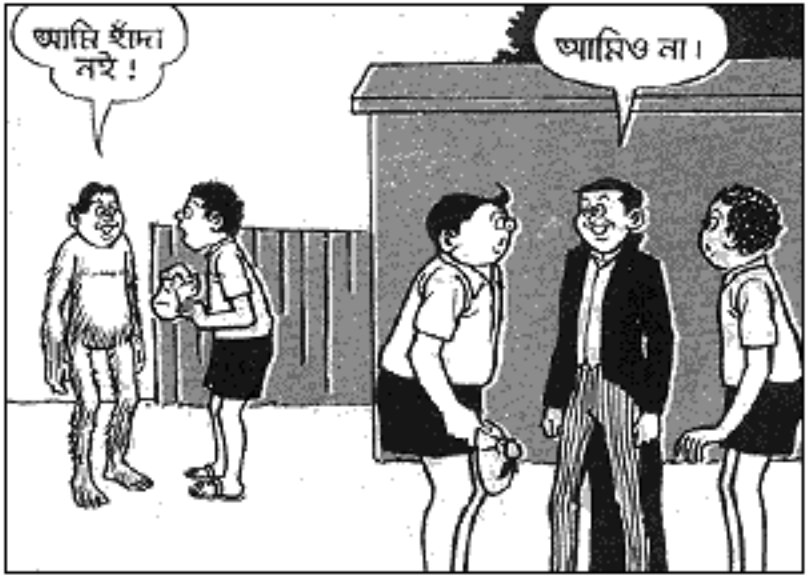
আমি হাঁদা নই!
আমিও না।

এই ছদ্মবেশের কিছু ওরা ঐ বাঘটাও দেখেনি, তাই আমাকে ধরতেও পারবে না। আমি এখানে চুপচাপ বসে শুকতারা পড়ি।

আরে বাপ! বনমানুষ!

হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুই ভোঁদা! আমার ছদ্মবেশের বাক্স থেকে বনমানুষের পোষাক নিয়ে পড়েছিস।

বাবাগো! এগুলো নিশ্চয়ই আসল বনমানুষ! আমার তো মাত্র একটা বনমানুষের পোষাক।

বনমানুষেরা মনে হয় সাঁতার জানে না।

ঠাণ্ডায় সাঁতারটা ভালই লাগল কি বলিস হাঁদা? আর বিলেত থেকে তোকে ছদ্মবেশের বাক্স এনে দিয়েছে, না? কিন্তু আমাদের পাড়ার দোকান থেকেই আমরা ঐ জিনিস কিনেছি।

হাঁদা-ভোঁদার

প্যারাম্বুলেটর

এবার নিজে কিছুক্ষণ চড়ে নি তারপর রেখে দেওয়া যাবে।
অ্যাই হাঁদা! সরে যা।
আহ্!
ওফ্!
হোঃ হোঃ! দ্যাখ হাঁদা, তোর ছুটন্ত গাড়িতে কেমন ব্রেক কষে দিলুম!

আমি এই প্যারাম্বুলেটরটা ধার নিলুম রে ভোঁদা! এটা তোর চেয়ে আমার বেশী কাজে লাগবে!

এবার সামান্য একটু অদল বদল করে নি!

প্যারাম্বুলেটরকে আমি ট্যাঙ্ক বানিয়ে নিয়েছি। ভোঁদাটা গেলো কোথায় ?

এই যে ভোঁদা, ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছুঁড়ছি—সামাল!
উফ্!

তবে এই দ্যাখ, আমারও গোলা আছে।
হোঃ হোঃ! আমার ট্যাঙ্ক বুলেটপ্রুফ!

গেছিরে!

ওরে বাবারে! আটকে গেছি যে!
এখন তোর সঙ্গে একটা দুধের বোতল আর মুখে একটা চুষিকাঠি দেবো নাকি রে হাঁদা?
হাসপাতাল
হুঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

বিপত্তি

দ্যাখ ভোঁদা, কি রকম গ্লাইডার বানিয়েছি। কম্পিটিশনে উড়িয়ে প্রাইজ নেবো।
বলিস কি রে? কখন বানালি?

দে না, হাতে নিয়ে একবার দেখি।
আচ্ছা নে। সাবধানে ধরিস কিন্তু!

আরে আরে করছিস কি?
এই যাঃ! বেড়ার ওপাশে চলে গেলো!

আমি এই রকমই একটা গ্লাইডার চাইছিলাম হিঃ হিঃ!
দেখলি হাঁদা? হোঁৎকা ট্যাঁপা কেমন গ্লাইডারটা বাগিয়ে নিলো!

যা জানিস না তা করতে গিয়েই তো তুই সব সময় বিপত্তি ঘটাস!
এ্যাই হতচ্ছাড়া ট্যাঁপা! ভালো চান্স তো শীগগির আমাদের গ্লাইডার দিয়ে দে!
ঠিক আছে, তবে হাতে না দিয়ে মাথায় দিচ্ছি!
ওঁক!

সব সময় কি গোঁয়ার্তুমি করে কাজ হয়। তার জন্যে বুদ্ধি খাটাতে হয়। এই দ্যাখ—আমি এই জলবিছুটি পাতার গুঁড়ো দিয়ে কার্যোদ্ধার করবো!
ফুঁ দিয়ে এগুলো আমি জানালার ভেতরে পাঠাচ্ছি
হতভাগা এখন চুলকোতে ব্যস্ত। এই তালে গ্লাইডারটা নিয়ে কেটে পড়ি!
ওফ্!
বাপরে, মলুম!

উরে বাবারে গেলুম রে!
দেখলি তো ভোঁদা, স্রেফ কেমন সামান্য একটু বুদ্ধি খাটিয়ে হোঁৎকার কাছ থেকে এটা নিয়ে এলুম।

এবার দ্যাখ আমি গ্লাইডার ছুঁড়বো! এবং কোনও রকম বিপত্তি ঘটবে না।

এই দ্যাখ কেমন যাচ্ছে!
মরেচে!
একেবারে মোক্ষম জায়গায় গিয়েছে রে হাঁদা!

হাঁদা, তুই শান্তিরক্ষকের গায়ে গ্লাইডারের গুঁতো দিয়ে অশান্তি করেছিস। কোঁৎকা গায়ে পড়ার আগে শীগগির একটা বুদ্ধি খাটা!
বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ না করে লেগ স্পীড বাড়িয়ে দে।

হাঁদা-ভোঁদার

বেগার খাটা

চল হাঁদা ওখানে কি হচ্ছে দেখি আর ওদের কাজে সাহায্য করি।
মেচে বেগার খাটাতে আমি নেই বন্ধু! তুমি যাও আমি যাচ্ছি না।

আপনাদের কাজে আমি কোন সাহায্য করতে পারি?
খেলাধূলা প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা প্রতিবন্ধ দৌড়ের ব্যবস্থা করছি। তুমি ইচ্ছে হলে এ জন্যে যা দরকার তা আনতে পারো।

এই টায়ার গুলো দিয়ে চমৎকার প্রতিবন্ধ তৈরি হবে !
দেখি ভোঁদা কি করছে !
আবর্জনা ফেলার স্থান
এ ভাবে গাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সব থেকে ভালো উপায় !
ভোঁদার জন্য আমি একটা প্রতিবন্ধ তৈরি করলুম !
উফ ! কোন উজবুক রাস্তায় এতোবড়ো একটা পাথর ফেলে রেখেছে ?
হিঃ হিঃ !

উওঃ!
ওফ্‌স!
এখন সরে পড়াই ভালো। এঁদের মেজাজ ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসা যাবে।

আহা! এই লোহার ভাঙা খাটটা প্রতিবন্ধ দৌড়ের চমৎকার বাধার কাজ করবে!
এই যে! এবার আর গোলমাল হবে না। এবার খুব ভালো বাধা তৈরির জিনিস পেয়েছি!
ঝঞ্ঝাটিয়াটা আবার আসছে!
হুঁ, এটা দিয়ে ভালো প্রতিবন্ধ হয় বটে। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে গলে যাবার মতো যথেষ্ট ফাঁক আছে কি?
আপনি নিজেই গলে দেখুন না?

ইক্! আমি আটকে গেছি! শিগগির কামারকে খবর দাও।
এবারে সাহায্য করলে পুরস্কার পেতে পারি।
ভয় নেই স্যার, এখুনি নিয়ে আসছি।

চুপচাপ থাকুন আপনার গায়ে লাগবে না।
উঁহুঁহুঁ!
উদ্ধার পেলেই পুরস্কার দেবে!

এবার এই খাট আর টায়ার নিয়ে এখান থেকে জেগে পড়ো হোঁৎকারাম ! এই শুঁটকো তুমিও ভাগো !
এসব জিনিস কি তোমার ?
হ্যাঁ

এই জিনিসগুলো আমার দরকার, এর জন্যে এই নাও কুড়ি টাকা !
বেগার খাটতে গিয়ে কুড়ি টাকা উফ্ !

হাঁদা-ভোঁদার

পিপে কাহিনী

হাঁদা, তুই কেকুবাবুর কাছ থেকে একটা পিপে নিয়ে আয়। ওঁকে আমার বলা আছে। ওটা এর ভেতরে রাখবো।
এখুনি যাচ্ছি পিসেমশাই!

এই নাও হাঁদা! রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলে নিজে সুবিধে হবে।

সেদিন তুই আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়েছিলি। আজ আমরা তা তোকে ফেরত দিচ্ছি।
তুই পাঁচটা দিয়েছিলি। আমরা তোকে একডজন দেবো।
তাই বুঝি? ঠিক আছে, ছোঁড় কত্তা ছুঁড়বি।

এবার লাগা দেখি!
দাঁড়া, এবার ওকে মজা দেখাচ্ছি।
এবারে কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে নীচের দিকে যা হাঁদা!
গেলুম রে!

ওপস্!
রোখ্‌কে!
গেলুম! কেউ আমাকে থামাও!

খড়াং!
ওরে বাবা! আমাদের বাগানের বেড়া ভেদ করে ঢুকেছি।

—আর পিসের মুরগীর ঘর।

হাঁদা, পিপে নিয়ে এসে গেছে পিসেমশাই!
চল, ওটাকে ঘরের মধ্যে কাঠ দিয়ে ফিট করে দেবো।
হতচ্ছাড়া বিটকেল মর্কটটা পিপে ফেলে পালালো কোথায় রে ভোঁদা?

হাঁদা-ভোঁদার

নৌকা বিহার

নৌকো চড়তে পারলে বেশ হতো কিন্তু বড্ড বেশী ভাড়া। কুছপরোয়া নেই নিজেই নৌকো তৈরি করে নেবো।
কিসের নৌকো রে ভোঁদা, কাগজের?
কাঠের এই বড় বাক্সটা একটা বুদ্ধি জুগিয়েছে। এটা নিয়ে একটু ঠিকঠাক করে নৌকো বানাতে পারি।
এ ভাঙা বাক্সটা নেবো?
স্বচ্ছন্দে। এখুনি এ জঞ্জাল নিয়ে যাও।

তাড়াতাড়ি আমার আইস-ক্রীম আনো বাবা!
এই যে আনছি!
আইস
এইরে! পেরেক লেগে ওর বেলুনটা ফেটে গেলো!
বাপরে! কী হলো?
দুম!
অ্যাঁইস্!

হতচ্ছাড়া! এই ছাখ মজা!
কাঠের বাক্স খুতম! ওদিয়ে আর নৌকো বানানো চলবে না তোদা হেঃ হেঃ!
একটু পরে
নৌকো তৈরি তোর কম্ম নয় তোদা। এবার ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে। দ্যাখ এই পুরোনো বাক্স টবটার ছাঁদা বন্ধ করে কি চমৎকার নৌকো তৈরি করি।

এটা ঠিক করতে বাড়ি নিতে হবে। পুরোনো প্যারাম্বুলেটারের চাকা এতে লাগিয়ে দিয়েছি ঠেলে নেওয়া যাবে। দুজনে হেঁটে লাভ নেই, আমি বরং এটাতে বসি তুই ঠেলে নিয়ে চল।
আঃ, এই যে আমার বাস এসে গেছে— বাঁধকে !
বাস থামিবে
থামিবে

উফ্‌স্‌!
অ্যাই মরেচে!
আরে আরে, ই ক্যায়া?
অ্যাইও! ইয়ে গাড়ি রুখবে কি কোরে? বিরেক কাঁহা?
ওরে বাবারে! একি হলোরে!

বাপরে! গাড়ি তো পানিমে গিরলো। আখুন কি থোবে?
ঝপাঝপ!

আভি সমস্যা! ই দো বদমাস হমাকে পানিমে ডুবাকে মারার ফিকির কোরলো! লেকিন হামি ভি দেখ লেছে। এক বদমাস তো পকড় গিয়া দুসরেকো হামি ঠিক পাকড়াবে।
ওরে ভোঁদারে, তুই শান্তিরক্ষক কেকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অশান্তি করে গেলি!

হাঁদা-ভোঁদার

আম খাওয়া

ওফ্!
হিঃ হিঃ!
হোঃ হোঃ! যেমন কর্ম তেমনি ফল! আর আমে হাত দিবি না!
অ্যাই
আওফ্!

আবার যদি আমাদের গাছের আম পাড়তে দেখি, তাহলে আমি এই হোস পাইপ দিয়ে তোকে নাকানি চোবানি খাওয়াবো!
ওরে হাঁদু! আমি এখুনি ফিরে আসছি!

কৈ রে হাঁদা, তোর হোস পাইপের জল ছাড়!
মরেচে, হতভাগা উদোম হয়ে শুধু জাঙিয়া পরে এসেছে!

খালি গায়ে যখন এসেছিস তখন গরম জলের ধোলাইটা কেমন লাগে দ্যাখ !
গরম জল
ওরে বাবারে!
ওঃ, গরম জল দিয়ে শরীরটা একেবারে ঝলসে দিয়েছে হতচ্ছাড়াটা ! গাটা মুছে আসি !
পরে
এবার আমি সব বাধা অতিক্রম করে আম পাড়তে পারবো।

কিন্তু
হিঃ হিঃ! গাছ বেঁকিয়ে বেঁধে রেখেছি। এবার আর আমের নাগাল পাবি না!
?
ছুরি ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করার কৌশলটা এবার কাজে লাগানো যাক!
হিঃ হিঃ! লক্ষ্যভেদ করেছে!

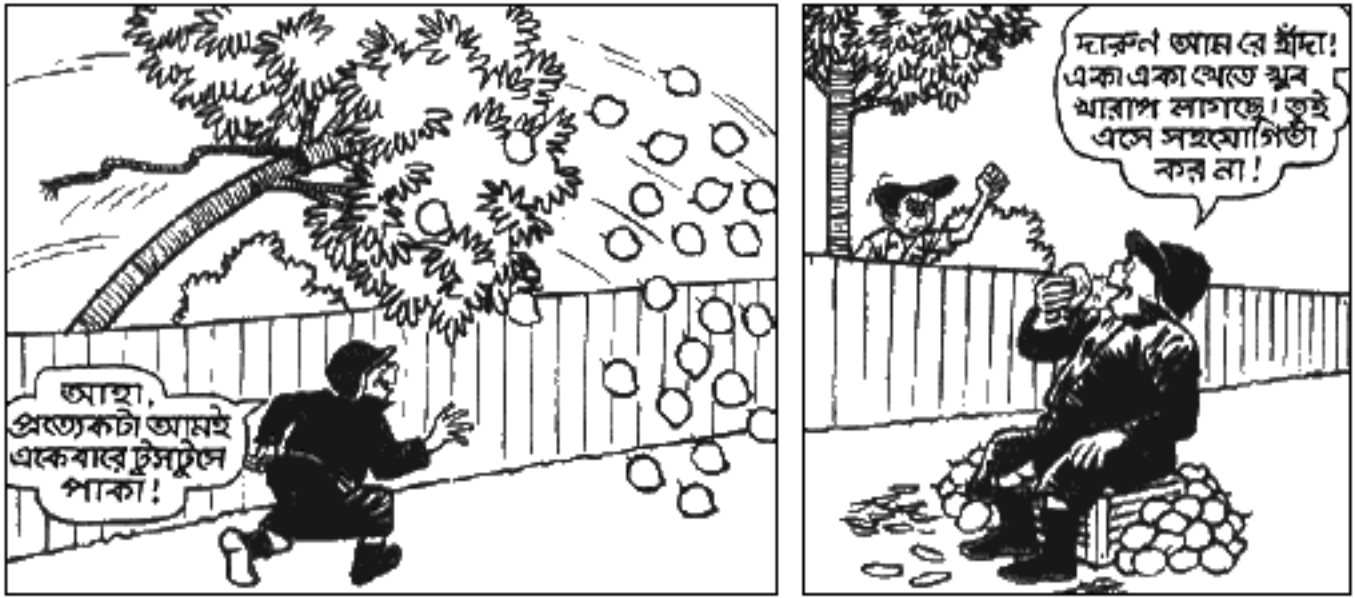
আহা, প্রত্যেকটা আমই একেবারে টুসটুসে পাকা!
দারুণ আম রে গ্রাঁদা! একা একা খেতে খুব খারাপ লাগছে! তুই এসে সহযোগিতা কর না!

হাঁদা-ভোঁদার

ক্রিকেট ব্যাট

মরেচে! গুলুবাবুর টব ভেঙেছি! ডোঁদাটাও দেখছি পালালো!
এই তালে তাহলে আমিও কাটি!
দাঁড়া নচ্ছার!
আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি কি?
নিশ্চয়ই, ধন্যবাদ খোকা!

এইবার ব্যাট ছুরকুটে যাবে!
ওরে বাবা! একটা বোলতা!
এই খা ব্যাটা বোলতা ব্যাটের ঘা–ওপ্‌স্‌!
উফ্‌!

আর এখানে থাকা চলে না!
কিন্তু পরে
এবার পাঁচিলে মেরে এই হতচ্ছাড়া ব্যাটকে ভাঙবো!
আরে বাপরে! কোন বদমাস হামাকে লেংড়া বানিয়ে দিলো!

আইনের প্রতিনিধির পা ভেঙেছি, কিন্তু হতভাগা ব্যাটের একটা টুকরোও ভাঙেনি!
ঘরে ফিরে
তোর সম্বন্ধে সবই শুনেছি। ব্যাটটা দেখি! এবার আমার ঘরে চল।
অ্যাই মরেচে!

ঠকাস! ঠকাস!
উঃ! আঃ! গেলুম!
ইস, বেচারা!
বললে বিশ্বাস করবি না ভাইরি! আমার পাছায় দু'ঘা পড়তেই ব্যাট দু'ফাঁক! যাক এবারে পিসেমশাই নতুন ব্যাট কিনে দেবে বলেছে।

হাঁদা ভোঁদার

জুড়িদার

আশ্চর্য! দ্যাখ হাঁদা, সামনের বাড়ীর নতুন ভাড়াটের ছেলেটা অবিকল তোর মতো! একেবারে জুড়ি!
তাইতো রে!

ঐ যে আমার জোড়া আসছে – আর ওখানে রয়েছে কুঁদুলে কেষ্টা! একটু মজা করি!
উফ্! কে, কার কম্ম এটা?

এটা তাহলে তোর কাজ শুঁটকো মর্কট ইঁদা তুইই টিলমেরেছিস! এই নে পাটকেল!
ওফ কি-কিন্তু আমি
কোল কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না।
হিঃ হিঃ! আমার হয়ে আমার জোড়া-ই ধোলাই খাচ্ছে!
তৈরি থাক। শয়তান ইঁদাটা একলা গলিপথ দিয়ে আসছে। ওর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করছি।
হেঃ হেঃ! ওরা আমার বদলে আমার জোড়াকে দেখেছে।
আফ্! এ কি হচ্ছে? থামাও!
থামবো কিরে, এই তো সবে শুরু করেছি।
হাঃ হাঃ! জোড়ার খেল বেশ ভালোই জমেছে রে ভোঁদা!

আমার বাগান খুঁড়ে দিবি বলেছিলি। কথামতো ঠিক সময়েই এসেছিস হাঁদা! খোঁড়া হয়ে গেলে দেখবি আমিও তোকে একটা জিনিস দেবো।
অ্যাঃ! আহ্- হ্যাঁ
ওহ্! ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু আমার জুড়িদার নিজেই কাজের জায়গায় এসে হাজির!

উফ! আমি কখন বাগান খোঁড়ার কথা দিয়েছিলাম, আর আমাকে হাঁদা হাঁদা করছে কেন কিছুই বুঝতে পারছি না!
হিঃ হিঃ!

ধন্যবাদ হাঁদা! তোকে একটা জিনিস দেবো বলেছিলাম– এই নে চকোলেট ক্রীম কেক!
উঃ! গোঁদারে দ্যাখ ও কি জিনিস পাচ্ছে! ওটা ওর কাছ থেকে বাগাতে হবে!
কি চমৎকার জিনিস!

ওর পিছু নিয়ে ওর সঙ্গে দোস্তি পাতাবো, তারপর আধখানা কেক হাতাবো!
যা ইচ্ছে কর, আমি চললুম!

এই যে ঠিক চিনেছি। সেদিন তুই-ই আমার শার্সি ঢিল মেরে ফাটিয়েছিলি।
না না আমি না– অপজ!
কাল আমার ভাইয়ের কান টেনেছিলি– এই তার বদলা!
উঃ! সে আমি নয়!
হাঁদা, তোকে যে অতো বড়ো ক্রিম কেকটা দিলুম, সেটা গোটাটাই খেয়ে ফেলেছিস? কি পেটুক ছেলে রে!

আমি সব শুনেছি হাঁদা! এখন যদি তোকে আমি বড় এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল না দিই তবে তুই অসুস্থ হয়ে পড়বি!
কি রে হাঁদা? খুব ঘন ঘন দৌড়চ্ছিস যে। কেকের প্রতিক্রিয়া না কি রে?
বেশী কথা বলার টাইম নেই, শুধু জেনে রাখ যে, কেউ মনে করেছে আমি সে! আবার অন্য কেউ মনে করেছে সে আমি আর তাইতে আমার এই দশা!

হাঁদা-ভোঁদার

নয়া বিপত্তি

তোর জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুই এখানে দিব্যি দোল খাচ্ছিস। আরে আরে করছিস কি? অতো উঁচু করে দোল খাচ্ছিস, বিপদ ঘটতে পারে!

ওয়াফ্!

প্যারাম্বুলেটারে বাচ্চাটা একা পড়ে আছে! দেখা দরকার।

এঃ! এতো দেখছি ধেড়ে খোকা!

উঃ! ছোঁদাটা আবার গেলো কোনদিকে! ওকে সতর্ক করতে হবে।

হোয়াঁক!

মরেচে!
হাঁদা যে সোজা পার্ক পাহারাদারের দিকে চলেছে!

কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে হে চাঁদ?

বসবার অন্য জায়গা খুঁজে দ্যাখ, হতচ্ছাড়া উজবুক!

হাঁ করে দেখছিস কি? নামা না আমাকে। দেখছিস বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছি!

হাঁদা-ভোঁদার

পক্ষী শিকার

ওই ওরা আসছে। আমি নিশানা ঠিক করছি হাঁদা! গণ্ডগোল করবিনা।
ঠিক আছে পিসেমশাই! আমিও নিশানা করছি।
ওয়াহ!
এখান থেকে সরে যা। ছিপি দিয়ে আমার নিশানাই নষ্ট করে দিলি হতচ্ছাড়া!

টার্গেটে লাগাতে হলে আমাকে আরো কাছে যেতে হবে।
এবার সহজ হবে। কাকের ওপর ফিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি নিশানা কাকে বলে।
মরেচে! ব্যাটার গায়ে না লেগে বাসায় লেগে গেলো!
কা! কা!

নীচে
ইঁদুরটা সরেছে। আর একটা ঝাঁক আসছে। আবার লক্ষ্য ঠিক করি।
ওপস্!
আফ্‌চ্! এটা আবার কি?
ওফ্!

তোকে সঙ্গে আনাই আমার ঝকমারি হয়েছিলো! হাঁস তো হলোই না উল্টে বন্দুকটা গেলো। কিন্তু তোকেই এ বার ঐ ছিপি বন্দুক দিয়ে হাঁস শিকার করে আনতে হবে। চল ডোঁদা!
আ- আচ্ছা পিসেমশাই!
বাড়িতে ফিরে
হাঁস না নিয়ে আমি বাড়ি ঢুকবো কেমন করে— আরে এই তো হাঁস! চমৎকার আইডিয়া!
ছিপিতে দড়ি বেঁধে এইভাবে বন্দুক ছুঁড়ে ওদের পায়ে জড়িয়ে দিলে চট করে ধরা যাবে।

পিসেমশাই দেখুন কেমন জোড়া হাঁস শিকার করে এনেছি। আজ কজি ডুবিয়ে হাঁসের মাংস খেতে পারবেন।
বা:! সত্যি তোর এলেম আছে হাঁদা! – কিন্তু একি! এতো আমার পোষা হাঁস!

হতচ্ছাড়া! আমার হাঁস দিয়ে কজি ডুবিয়ে খাবার আগে এই কজির গাঁটাকতক রদ্দা তোর ঘাড়ে লাগাই।
অ্যাই গাঁদু! পিসেমশাইয়ের এনার্জিটা কমিয়ে দে না। সারাদিনই এভাবে চলবে না কি?

হাঁদা-ভোঁদার

রংএর কাজে

একবার দেখা করবো ভাবছি।
তুই দেখা করে কি করবি? দেখা করবে এ কাজের যোগ্যলোক এই আমি।
কাঠের বেড়া রং করার জন্য লোক দরকার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেখা করুন

এই যে! তোমরা কি রং লাগানো কাজের জন্যে এসেছো? তা তোমাদের মধ্যে কে কাজ করবে?

আমি করবো। ওর এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, ও কিছু করবে না।
এ সোজা কাজ নয়, বুঝলি? এতে ব্রাশ টানার এলেম থাকা চাই।
মরেচে! ব্রাশটা আবার কিসে আটকালো!

কিছুতেই খুলছে না! হ্যাঁচকা টান মেরে দেখি!
তাই দ্যাখ
খুলেছে! এইরে!
ডিমের ঝুড়িটা একটু বাইরে নিয়ে রাখি!

চুপাৎ!
আঁঃ!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমার মুখে রংএর ব্রাশ ছুঁড়েছিস? এই নে আমি ফেরত দিচ্ছি।
বেড়ায় বোধহয় আরো রঙ লাগতে পারে। তাই আমি আর একটিন রঙ এনে রাখলুম।

ওঁফ!
রাস্তা মেরামত
হায় রাম! রঙ কী ডিবিয়া!
ছপাস!

হতভাগা বেল্লিক! আমার মুখে রঙের ব্রাশ ছুঁড়ে রসিকতা করে আমার এই হাল করেছিস —

মিচকে মর্কট! নাগাল পেলে আমায় রঙ দিয়ে সং সাজিয়ে মজা করার জন্যে তোর পিঠের ছাল তুলবো আজ।
আরো জোরে হাঁদা। ধরতে পারলে তোর যা কিছু জ্ঞান বের করে দিয়ে একদম অজ্ঞান করে দেবে।

হাঁদা-ভোঁদার

ডবল সাফাই

হাঁদা কি এখন বেড়াতে বেরোবে?
হাঁদা অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। আমিই ওকে খুঁজছি।
আমি তো জানিই যে হাঁদা বেরিয়েছে। ও যাতে পিছনের দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকে যেতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া।
এ কি রে হাঁদা, তুই এখনো এখানে?
কি করবো. পিছনের দরজা যে তালা বন্ধ!

আমি এই পাইপ বেয়ে বারান্দায় উঠে তারপর চালের ঘরে ঢুকে পড়বো।
সাবধানে উঠবি হাঁদা!
গেলুম রে!
মরেচে! হাঁদা যে পাইপ খুলে পড়ে যাচ্ছে!

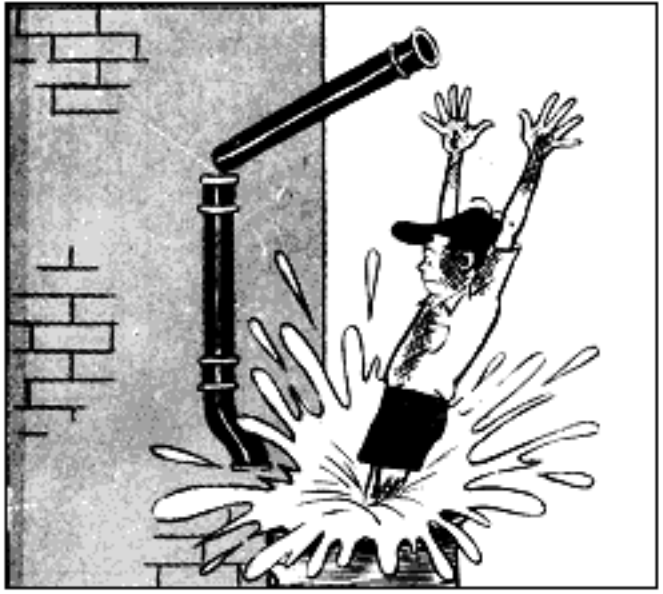

বেশ হয়েছে হাঁদা। তুই পরিষ্কার হয়ে নে, আর আমি তোর জামা প্যান্টের কাদা তুলে শুকিয়ে নিয়ে আসি।

আমার জন্যে যথেষ্ট করেছিস ছোঁদা। বেশ সাফাই হওয়া গেছে। এবার বাড়িতে ঢোকা যেতে পারে।
এতোক্ষণ কোথায় ছিলি? তোকে দিয়ে একটা কাজ করাবার জন্যে বসে আছি। আগে সেটা সেরে নে।

দ্যাখ, কয়লাওয়ালা ভুল করে এখানে কয়লা ফেলে গেছে। এগুলো এখন জায়গামতো তুলে রাখ।
এখন দেখছি তোর আগের অবস্থাতেই ঢোকা উচিত ছিলো হাঁদা। এবার তোকে ডবল করে সাফাই হতে হবে।
উফ! উফ!

হাঁদা-ভোঁদার

বুদ্ধি খাটানো

পিসেমশাই দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তালে কেটে পড়ি। আর বন্ধুদের ভুজুং ভাজুং দিয়ে কাজটা করিয়ে নি।
ফর্‌র্‌ ফোৎ!
কিরে হাঁদা! কাজ ফেলে পালিয়ে এলি যে?
হিঃ হিঃ! তুই বোকার মতো কাজ কর, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবো!

সুতরাং
যা বললুম গুলটে! খালি এধারকা মাটি ওধারে নিয়ে যাবি। কাজটা করে দে না ভাই!
তাহলে তুই এই ঘাস ছেঁটে দে, আমি তোর কাজ করে দিয়ে আসি
ওঃ, হতভাগা গুলটেটা কি ধড়িবাজ! ওর কাজটা আমাকে দিয়ে করালো। যাকগে তবু মাটি খাঁটার চেয়ে ভালো।

আর একজনের কাছে
বেশী সময় লাগবে না রে ভেটকু! আরও একজন সেখানে গেছে।
ঠিক আছে— তুই তাহলে এদিকটায় হাত লাগা।

ওফ ওফ! প্রায় শেষ কোরে এনেছি। এ তবু নোংরা মাটি বওয়ার চেয়ে ভালো।

উফ্‌স্! যাক্, এতক্ষণে মাটি সাফ হয়ে গেছে। এতেই আনন্দ!

অ্যাক্! ওঃ, ওরে বাবা, না, না। কি করে, কেমন করে এটা ঘটলো?

হাঁদার দুজন বন্ধু এসে বলল পাঁচ টাকা পেলে তারা আমার মাটি সরিয়ে দেবে। আপনারটা কি হলো ?
হাঁদা আমারটা বিনা পয়সাতেই সরাবে !
তোর কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে চাইছে হাঁদা, কিন্তু কি করি বল ? পিসেমশাইয়ের কঠোর নির্দেশ তোকে পাহারা দেওয়ার !

হাঁদা-ভোঁদার

চেয়ার বেচা

বাগানে বসার চেয়ার চাই।
নিশ্চয়, স্যার। এই বেঞ্চটা পরখ করে দেখুন তো?

মন্দ নয় — কিন্তু হাতলের মাথায় একটা বড় পেরেক উঠে আছে।

ভাববেন না স্যার। আমি এক্ষুনি ওটা বসিয়ে দিচ্ছি!
অ্যাঁঃ!
বাপরে!
বেঞ্চটা তেমন পোক্ত ছিলো না। ওটার বদলে এই ক্যানভাসের চেয়ারটা পরখ করুন।

ক্যানভাস থেকে একটা আলগা সুতো বেরিয়ে আছে। ওটাকে তুলে ফ্যালো। বুঝেছো?
ঠিক বুঝেছি স্যার।
অ্যাই মরেচে!
ওফ্!
হিঃ হিঃ! পেছনের ক্যানভাস ছাঁদা দু ফাঁক করে ফেলেছে।
বাবারে! পিঠটা গেছে! ঐ ঝোলানো সিটটা আমার পছন্দসই কিন্তু আমি আর পরখ করছি না! আমার হয়ে তোমরা দুজনে এবার পরখ করো।

আহা! এটা চমৎকার!
ঠিক আছে! আমি এটাই নেবো! আরে, এই বালতিগুলো থেকে সাবধান, নাহলে—
ওয়াফ্!

বাহ! আমি এ জিনিস চাই না! এটা বড় সাংঘাতিক!
আপনি ঠিক কি চান আমি জানি, স্যার।
একটা হ্যামক! সুন্দর এবং আরামদায়ক — আর খুবই সস্তা!
এ কি বিশৃঙ্খলা! এখানে এসব কি হচ্ছে?
আটকেছি! এবার বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?
ওয়াহ! মাথা ঘুরছে!

দুমিনিট পরে
আপনার পছন্দমতো জিনিস দিতে পেরে খুশি হয়েছি! আবার আসবেন।
পিসেমশাই এবার কি করবে বলতো ফাঁদা?

দোকানের সব চেয়ার বেঞ্চ ভেঙে তছনছ করেছিস। আমার এই কাজ শেষ হলে তোদের বসার জায়গার দরকার হবে না—কারণ একমাস তোরা বসতেই পারবি না!

হাঁদা-ভোঁদার

পুরস্কার প্রাপ্তি

দ্যাখ ডোঁদা, কি ভাবে ধরেছি !
অ্যাই মরেচে! কে কাকে ধরেচে!

তোকেই উল্টে বেঁধে রেখে গেলো রে হাঁদা !
হুমম! ফ্যাচ ফ্যাচ না করে খুলে দে!

এবার হতচ্ছাড়া ঠিক ধরা পড়বে। এই হাতুড়ি ঐ কুচ্ছিত মুখ্যুটার মাথা ঠুকে দেবে, আর বাক্সটা চাপা দেবে !

দু'ঘণ্টা পরে
হিঃ হিঃ! দ্যাখ ভোঁদা, বাছাধন কেমন আমার ফেলে আসা কলার লোভে আস্তে আস্তে ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে!
কিন্তু হাঁদা—
রাখ তোর কিন্তু। দড়ির এক ঝটকায় দ্যাখ কেমন অনায়াসে বাক্সবন্দী করে ফেললুম!

এই যে সে ওই বাক্সের নীচে আছে!
সার্কাস

মরেচে!
এ যে পিসেমশাই!
এ তো গাঁটু নয়!

দাঁড়া, একবার তোকে ধরি!
ওরে বাবা! কোথায় লুকোই!
ওরে বাবারে! এযে সেই আসল গরিলা গাঁটু! আমার বিছানায় এতোক্ষণ শুয়ে!
ওরে গেছিরে! সামনে পিসেমশাই পেছনে গাঁটু! ভোঁদো, তুই ওর হাঁটু দুটো কোনরকমে আটকে দে না রে!
উম, আপ, গুপ! (মানে—ধরতে পারলে আড়ং ধোলাই লাগাবো!)

হাঁদা-ভোঁদার

মালা কাহিনী

এটার মাপ ঠিক আছে কিনা দেখি !
আরে ! এযে ভয়ানক টাইট রে ! এটা তোর বুঁটকিদির গলায় ফিট করবে না, ভোঁদা !
অ্যাঁক !
ঘাবড়াস না, ভোঁদা ! এটা আমি বড়ো করে দিচ্ছি !
ওঃ ! আমার গলা !

এইরে, মনে হচ্ছে আমি এটা বেশী টেনে ফেলেছি!
ইঃ! কি ভাবে ছড়িয়ে গেলো রে ভোঁদা!
পাজী, বুদ্ধুটে কোথাকার!
তোর জন্যে আমি ওটা থামিয়ে দিচ্ছি ভোঁদা।

এই যে— ওহ্! দুঃখিত,ভোঁদা!
ইয়েয়ো! আমার আঙুল!

পরে
ফাঁদা হারটাকে নষ্ট করে দিয়েছে,তাই এবার বুটকিদিকে দেবার জন্যে ফারুণ মালা এনেছি।
এতো ভোঁদার গলা।

ভোঁদাই তো — আর ওর হাতে যেন কি রয়েছে!
আমি এই বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেবো!
আরে! এ-একি?
ক্লিক!
ক্লিক!

হাঃ হাঃ! আমার মনে হচ্ছে শালা নিয়ে এবার খুব উৎসাহী হবে।
অ্যাই! এগুলো খুলে দে, বলছি!
এখনই নয়, চাঁদা!
হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ! ওরে বাবারে! গেলুম!
তোর পরে আমার পালা!
জুড়ুজুড়ি দেওয়া বন্ধ কর বলছি, ভোঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

কুকুর পোষা

বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে একটা কুকুর নিয়ে এলুম ভোঁদা!
তোর এই কুকুর দেখলে পিসেমশাই খেপে যাবেন!

হাঁদা! শীগগির এটাকে বাড়ির বার করে দে!
কিন্তু পিসেমশাই, বাড়ির জন্যে একটা কুকুর দরকার!

কুকুর হইতে সাবধান
পিসেমশাইকে আমি দেখাবো, যে কুকুর কত প্রয়োজনীয়!
ওরে বাবারে! পাগলা কুকুর!
কুকুর হইতে সাবধান
বাঁচাও!

বাড়িতে ডেকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া!
তোকে না বলেছি — আমাদের কুকুরের দরকার নেই। শেষে কিনা অফিসের সাহেবকেই কামড়াতে গেলো! এখুনি তাড়া এটাকে।

বুঝলি ভোঁদা! আমি পিসেমশাইকে প্রমাণ করে দেখাবো, যে সত্যি আমাদের কুকুরের দরকার আছে কি না! চল, সিঁদ কাটিয়েদের পাড়ায় গিয়ে এমন কাহিনী বলবো, দেখবি কি রকম হাতে হাতে ফল ফলবে!

শোন ভোঁদা! পিসেমশাই বিছানার তলায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছে!
বলিস কি রে!
শুনলে।

বাড়ি ফিরে
আমিই মোকাবিলা করি!
ঠক ঠক!
তোমার পিসেমশাই আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।
অ্যাই মরেচে! পুলিশকে অ্যাটাক!

বাঁচাও! হেল্প! সরাও না তাড়াতাড়ি!
আয় বলছি হতচ্ছাড়া!
সরসর!
সাংঘাতিক কুকুর! আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা পাগলা বুলো তদন্ত রাখার অভিযোগ আনছি! আর আপনার বিছানার নীচে রাখা পঞ্চাশ হাজার কালো টাকার বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিন!
সেরেছে! সেদিন মারা আমার কথা শুনেছিলো তারা পুলিশের গোয়েন্দা!
মিথ্যে টাকার গুজব ছড়িয়ে আর একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে তুই আমাকে একটা উটকো ঝামেলায় ফেলেছিস! যদি ভালো চাস তো এখুনি ওটাকে বিদেয় কর!
হ্যাঁ, দিচ্ছেশাই! কিন্তু কোথায় গেলো ওটা?

হাঁদা, তুই চারদিকে তোর কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছিস— ঐ দ্যাখ!
ওঃ, আমার খাবার! তবেরে হতচ্ছাড়া কুকুর!
মচ্! মচ্!
ইস্! আগেই যদি আপনার কথা শুনতুম!
কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়ে তোর জ্ঞান লাভ হলো হাঁদা!
আজকের মাংসটা কিন্তু দারুণ হয়েছিলো!

হাঁদা-ভোঁদার

আইডিয়া

হাঁদা, এগুলো নিয়ে আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলে দিয়ে আয়!
উঃ! আঃ! গেছিরে!

এই তো দিব্যি ঘুর ঘুর করছিলি। হঠাৎ আবার তোর কি হোলো?
ভয়ানক পেটব্যাথা করছে।
অ, ঠিক আছে। ভোঁদা গিয়ে ফেলে আসবে।

হিঃ হিঃ! কেমন কায়দা করে কাজের ভার তোর ওপর চাপিয়ে দিলুম দেখলি।
তোর মতো কাজকে ডরাই না বুঝলি!
একঘন্টা পরে
দোলনার তক্তা ভেঙে যাওয়ায় বাচ্চা দুটো দুলতে পারছেনা। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।
ছেলেদুটোকে তুমি খুশী করেছো। এই নাও পাঁচ টাকা কিছু কিনে খেয়ো

মাঃ! পাইপ ফুটো হয়ে গেছে! অথচ এখনি চারাগাছগুলোতে জল দেওয়া দরকার
আমি এখনি আপনার পাইপ ঠিক করে দিচ্ছি।

তুমি আমার খুব উপকার করেছো। টাকাটা দিলুম তোমার যা খুশী খেয়ো।
ফেলে দেবার জিনিস থেকে দশ টাকা পাওয়া গেলো। ফেলবার রইলো শুধু চাকা।

আহাহা! এরা যদি খেলবার কিছু পেতো তাহলে এরকম মারপিট করতো না।
?
দেখুন আমার চাকার স্পোকগুলি দিয়ে কেমন ওদের খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।
সত্যি তুমি চমৎকার কাজ করেছো। খুব খুশী হয়ে তোমাকে এই পাঁচটা টাকা দিলুম।
কিছুক্ষণ পরে
হুউউ! আমার স্টিয়ারিং-এর চাকা ভেঙে গেছে!
কাঁদিসনে খোকা। আমি ওটা ঠিক করে দিচ্ছি।

চাকার মধ্যিখানের টুকরোটা দিয়ে কেমন এটা তৈরী হয়ে গেলো!
খুব ভালো হয়েছে!
সবই তো কাজে লেগে গেলো। পড়ে রইলো শুধু চাকার লোহার বেড়টা। এটা দিয়ে কি করবো — আরে-আরে এ কি?
রাস্তা থেকে সরে যা বুদ্ধু!
লোহার বেড়টা কি কাজে লাগবে এবার তার হদিশ পেয়েছি!

বেড়টা আমার গাড়ির দারুণ বাম্পার হয়েছে! আমাকে ধাক্কার পাল্টা তোকে দেওয়া গেলো!
কি-কি-কি হলো?
ঘটাং!

দ্যাখ হাঁদা! ছেঁড়া টায়ার, টিউব আর ভাঙা চাকা ফেলে দিতে এসে তা কাজে লাগিয়ে পনেরো টাকা পেলুম। আর বেড়ের বার্ম দিয়ে তোকে ধরাশায়ী করলুম। এবার যাচ্ছি আবার থাবো রেস্তুরেন্টে —টা-টা!
ইঃ!

হাঁদা-ভোঁদার

ন্যাফথালিন বিভ্রাট

অহো! পিপারমিন্ট লজেন্স, যা আমার অতি প্রিয় জিনিস!

আমি একসঙ্গে এক মুঠো এই জিনিস এখুনি চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি!
তুই যা ভেবেছিস তাই কর না হাঁদা!

ওয়াক্! থুঃ!
হোঃ হোঃ! পেটুকের উচিত সাজা হয়েছে!

ভেবেছিস খুব মজা হয়েছে, তাই না?
ইয়ে– না তো, মানে মজা হয় নি।
এবার দেখি তুই এ জিনিস কি রকম পছন্দ করিস।
আহ্!
ওয়াক্! ওয়াক্!
এঃ, মনে হচ্ছে তুইও এসব পছন্দ করিস না! হাঃ হাঃ!

হতচ্ছাড়া! আমি তোকে আজ...
কয়েকটা এখনো আছে ভোঁদা, এইবে!
ইর্‌ক্‌ক!
ডিগবাজী প্র্যাকটিস করছিস নাকি? কর আমি চলি।
ওঃ!

হতভাগা উচ্চিংড়ে! এই দ্যাখ কেমন লাগে!
উফ!
পালাবি কোথায় মটরু! ঐ যে ওধার দিয়ে যাচ্ছে।
হতচ্ছাড়া নির্ঘাত ঝোপের বেড়ার ঐ ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি মেরে গেছে আর অজান্তে রুমালটা ফেলে গেছে!
উজবুকটা আমার ফাঁদে পা দিয়েছে!
উফ্! বেড়ার এদিকে যে কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে তা বুঝতেই পারিনি।

ওরে বাবা! এ কোথায় এলুম! এ যে দেখছি ডোঁদার বদলে এক গোদা ক্ষ্যাপা রামছাগল!
গেছি রে!
হাঁদা, মনে হচ্ছে তোকে পোকায় কেটেছে মাইরি! এবার তোর সত্যি কিন্তু ন্যাফথালিন বলের দরকার!
বেল্লিক!

হাঁদা-ভোঁদার

জব্দ করা

পার্কের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার পক্ষে আজ চমৎকার দিন ভোঁদা!
তুই যথার্থই বলেছিস হাঁদা!

সবকিছু কেমন সুন্দর, শান্ত আর— ওফস্!
এই যে মাণিকজোড়! তোদের নববর্ষের অভিনন্দন জানালুম হাঃ হাঃ হাঃ!

এই সেই পাজি হুলোটার বাড়ি। আমাদের গায়ে পচা ডিম ছুঁড়ে, বাড়িতে পালিয়ে এসেছে। একবার দরজা খুলে বেরোলেই হয়!
তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাস না ভোঁদা!
দরজা খুলতেই
এই দ্যাখ ছুঁচো, আমাদের গায়ে পচা ডিম ছোঁড়ার মজা!
ওরে না!
তুই আমাকে একটা দিয়েছিস, আমি তোকে আধডজন দিলুম!
হতভাগা রং নাম্বার করেছে। এ হুলোর দাদা ভুলো!

ঠিক আছে, ওকে জব্দ করার ভার আমি নিলুম। তুই আমাকে এক বালতি জল এনে দে, তারপর দ্যাখ কত্তো সহজে শয়তানটাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিই!
আচ্ছা এনে দিচ্ছি।

জল অনেক নীচে রে হাঁদা! আমার হাত পৌঁছোচ্ছে না!
ওরে ভোঁদা, দাঁড়া, থাম!

আগহ্ ! গ্লাউব্!
নাঃ, পড়েছে!
চেহারার মতো তোর বুদ্ধিটাও হয়ে যাচ্ছে হাঁদা! তোকে নদী থেকে জল আনতে বলিনি। এই দেয়ালেই কল রয়েছে!
ইস, দেখতেই পাইনি!
দ্যাখ বোঁদা! ছুঁচোটা এসে যেমনি পার্শেলটা তুলবে, অমনি হবে ডিজে ঢোল!
হিঃ হিঃ!

আরে! একটা পার্শেল মাটিতে পড়ে! আশ্চর্য! কে এটা ফেলে গেলো?
আমি বরঞ্চ এটা তুলে নিয়ে হারানো প্রাপ্তি আফিসে জমা দিয়ে আসি।
ইয়োলক!

মরেচে! আমি ওটা করিনি সিপাইজী! অপকর্মকারীরা ওখানে লুকিয়ে বসে আছে দেখুন!
হাঁদা, চট করে ওকে জব্দ করে সহজে আমাদের রক্ষা পাবার উপায় বের কর!

কিরে হাঁদা– তোর বুদ্ধির স্টক খালি হয়ে গেলো নাকি? অলরেডি আমরা আধঘন্টা ধরে ছুটছি। একটা কিছু ছাড়।
ছাড়বার টাইম নেই। স্রেফ পায়ের কাজ চালিয়ে যা।

হাঁদা-ভোঁদার

মরিচদানী

আশ্চর্য কাণ্ড! মরিচদানীটা গেলো কোথায়?
হিঃ হিঃ! ওটা এখন আমার পকেটে!

ধরেছি! পিসেমশাইএর মরিচদানীটা গ্যাঁড়াফাই করেছিস। ওটা দিয়ে দে।
ওহ্!

নিশ্চয় দেবো। এই নে…
আহ্-আহ্…
হ্যাঁচো!
আমি চললুম। তুই আগে ভালো করে হেঁচে নে তারপর এটা নিস।
পরে
ডোঁদা আড়ালে বসে শুকতারা পড়ছে আর কেক খ্যাঁটাচ্ছে।
মম্ম! বেশ ভালো কেক। এটাও খেয়ে নি।

অ্যাহ্!
আমার মুখ জ্বলে গেলো—জল! জল!
গ্লগ!
এই যে ভোঁদা! আমি জল দিয়ে তোর মুখের আগুন নিবিয়ে দিচ্ছি।

এমন ছোটে মোর তেপান্তরে এএ...
তেপান্তরে যেতে হবেনা। যদি সাহস থাকে, তবে এপান্তরে এসে তোর বেলুন নিয়ে যা!
হতভাগা তখন খুব তড়পেছিলো। ওকে আর একটু শিক্ষা দিয়ে দি।

ফ্রাঁচাস!
আবার আহ্-আহ্...
মরিচগুঁড়ো দিয়ে ছোঁদাটাকে খুব নাকাল করা গেছে। এবারে মরিচদানাটা রেখে দিয়ে আসি।
আঁ-হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!

আমি সব জেনেছি, দেখেছি আমার মরিচদানীকে নিয়েছে— আর কি করেছে!
ওরে বাবা! পিসেমশাই!

মলমটা নে হাঁদু! লাগালে ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যাবে।
আহ্‌পস্‌!

হাঁদা-ভোঁদার

বুদ্ধির প্যাঁচ

সত্যি হাঁদা! জানি না কি কায়দা তুই করেছিস, কিন্তু স্যার আমাকে দুটি দিয়ে ঐ ছাগল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে।
সুন্দর! চ' এবার আমরা সাইকেলে বেরিয়ে পড়ি।
হেডস্যার বাড়ি এসে
এতো দেখছি রান্নাঘরের উনুনের ধোঁয়া! কেউ আমার সঙ্গে মস্করা করেছে।
এ দিকে
আরে আরে— এ্যাই বেল্লিক বল্টু!
রাস্তা থেকে সরে যা হাঁদারাম ভোঁদারাম!

হতভাগা প্রায় চাপা দিয়ে ফেলেছিলো! দাঁড়া, হতচ্ছাড়া বল্টুর নাট ঢিলে করে দিয়ে আসি
না ভোঁদা থাম!
আফ্‌স্!
আরে বুদ্ধু, চুরি যাবার ভয়ে সাইকেল রেলিংএ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো এর মধ্যে ভুলে মেরে দিলি?
উত্তেজনার বশে ভুলে গেছি মাইরি!

পরে
ঐ দ্যাখ ভোঁদা! বল্টুর সাইকেল। আমিও নাট টিলে করে দিচ্ছি, তবে বল্টুর নয় ওর সাইকেলের।
দ্যাখ, এবারে ছুঁচোটা আমাদের বা অন্য কাউকে আর চাপা দিতে পারবে না।
সত্যি, দারুণ একখানা প্যাঁচ কসিয়েছিস।

সেই সময়
মোঁতাদা, তুমি আগামী বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাবার জন্যে প্র্যাকটিস্ করতে যাওয়ার আগে আমাকে তোমার সাইকেলটা দিয়েছিলে, ওরা তার অবস্থা কি করেছে দ্যাখো!
না, না!

ধরতে পারলে দুটোকে একসঙ্গে গিঁঠ বেঁধে দেবো!
শিগগির একটা প্যাঁচ বের কর হাঁদা!

ইস্কুলই একমাত্র জায়গা যেখানে ও ঢুকে কিছু করতে পারবে না।
এই যে মাণিকজোড় তোমাদেরই চাইছিলাম।
চিন্তা করছিলাম যে বুনো হাঁসের পেছনে ছুটিয়েছে কে! এখন বুঝছি একটি রত্নই এই ইস্কুলে আছে, যার মাথায় এই সব বুদ্ধি বোঝাই।
তাই তোর বুদ্ধির বোঝাটা একটু হালকা করে দেওয়া প্রয়োজন।
হালকা হবার আগে শিগগির একটা বুদ্ধির প্যাঁচ কসে দে হাঁদা!

হাঁদা-ভোঁদার

ব্যাঙ-লাফ খেলা

ও আমাদের দলের নয় হাঁদা!
তবে কোন দলের?
যেমনি কাজ তেমনি ফল!
ওফ্!

ঘাবড়াবার কিছু নেই বাছা! জামা শুকোতে দিয়ে দাও খেলতে খেলতে ওটা শুকিয়ে যাবে!
লাফা, তোঁদা— এবার তোর পালা!
বাবারে! গেলুমরে!

আঁফ্!

তুই কি রে হাঁদা? আলগা ম্যানহোলের ওপর দাঁড়াবার কোন মানে হয়?
দূর বোকা! তোর ওজনের জন্যেই এটা হলো ডোঁদা!

হুঁশিয়ার হাঁদা! ছেলেটার ফেলে যাওয়া একটা স্কেট তোর সামনে!

আমাকে শিগগির থামা তোঁদা! আমি যে সোজা এঁদো খালটার দিকে যাচ্ছি রে!

হাঃ হাঃ! হাঁদা এখন—
ঝপাস!

—সত্যিকারের ব্যাঙদের সঙ্গে ব্যাঙ-লাফ খেলছে!
ক্রোয়াঁক!
কোঁয়াক!

হাঁদা-ভোঁদার

ক্যাচ প্র্যাক্টিস

আবার একবার ক্যাচ লুফবো!
এবারে ফস্কেছিস, ভোঁদা!
আরে, হাত ছেড়ে দে হতভাগা—
ওঁক!
ক্রিকেট খেলতে হলে সব সময় বলের দিকে চোখ রাখবি, ভোঁদা।
আমার নাক, ওঃ!

এই দস্তানা পরলে আরো ভালো করে ধরতে পারবি।
দ্যাখ ? কেমন আমি তোকে ধরলুম !
এবারে এই উইকেট কীপারের প্যাড। এগুলি তোকে কিছুটা রক্ষা করবে।
আহ্ !

আমি শুধু দেখছি এগুলি তোকে সত্যি রক্ষা করতে পারে কিনা — আমি মনে করি পারে না!
উফ্‌স!
তুই উইকেট কীপার হয়ে খেলিস না, ভোঁদা! নিজের দিকেই তুই ভালো নজর রাখতে পারিস না!
হিঃ হিঃ! ভোঁদাটাকে নাজেহাল করে বেশ ঘাবড়ে দেওয়া গেছে।

দ্যাখ হাঁদা কেমন উইকেটে হিট করেছি, হিঃ, হিঃ!
আঁই!
ওরে হতচ্ছাড়া, তোর দেখছি বড় সাহস? দেখাচ্ছি মজা!
আঁউ!

একি রে? ওরে বাবা! ইক!
ওউফ্!
হতভাগা ঝড়ে বাঁদরে! তোর মুখুতেই ব্যাট হাঁকড়াবো!
যাবড়াস না হাঁদা! ব্যাটের ঘায়ে তোর মুখু উড়ে এলে ঠিক ক্যাচ লুফে নেবো।
ওরে বাবারে!